OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 467 - 475
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস : প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা ও হাঁসুলি বাঁকের উপকথা

রাহুল সেখ
সহকারী অধ্যাপক
রানী ইন্দিরা দেবী গভর্নমেন্ট গার্লস্ কলেজ
Email ID : sahiulzamal@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rural Society, Social Conflicts, Changes, Transformation, Novel, Ganadevta, Hansuli Banker Upakatha, Socio-Economic and History

Abstract
History is currently conducting research on various subjects while becoming 'objective' and 'fact-based'. According to the writings of the British and the words of Marx, Indian society was stuck. They could not notice any changes in Indian society. Society or human history cannot stand still in one place. The history of rural Bengal society was not written in that way, so it did not come up in the history of conflicts and changes in rural society. To understand the changes in rural society, we need to know about the small time and personal time of human society. Tarashankar Banerjee is the kind of writer who was able to understand rural society directly and deeply. He easily mixed with the people of rural Bengal society and collected oral stories to write history-based society-centric literature. Writing the history of the form and transformation of society is a favourite subject of Tarashankar's literature. The field in which the history of the form and transformation of society is studied, studied, and widely observed is feudal society. The background of Ganadevat is vast - although it is based on a homogeneous society, the living internal conflict of the ancient Indian caste-based and economically stratified social classes in the process of shaping and transforming society has acquired dimensional scope as it is included in the novel Ganadevat-Panchagram. On the one hand, the seeds of transformation that arose within society due to socio-economic influences, on the other hand, the fruits of the newly introduced civic culture, the widespread influence of the politics of nationalism and its programs, have created a tremor in the basic values of feudal and rural society everywhere - Ganadevat-Panchagram is its artistic history. In the novel Ganadevat-Panchagram, Tarashankar, not being an economist, witnesses the role of money as a driving force in the transformation of a society that has changed under the dictates of the religion of the time. In the first part of the novel, starting from Ganadevat, published in a contemporary newspaper called Chandimandap, to the end of Panchagram, we observe the inevitable influence of the religion of the time on the process of transformation of society. Although the Hansuli Banker Upakatha is set in the world of primitive fables of a particular regional

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

community, how has the influence of the new era implemented the theory and truth of social change in the fable-based life of that community? Tarashankar Banerjee's experience of time and society and his experience of political consciousness and enlightenment can be called a new horizon in the field of writing social history. The novel "Ganadevata and Hansuli Banker Upakatha " has achieved a new dimension in the artistic expression of the end of feudal society, the rise of capitalist society, and social conflicts. From a literary point of view, the novels 'Ganadevata and Hansuli Banker Upakatha' can be called invaluable references to time and social life, which are written based on a deep analysis of the basic structure of society, the position of classes in rural society, their behaviour, and their way of life.

Discussion

ইতিহাস মানব সভ্যতার বিভিন্ন সামাজিক ও কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে থাকে। ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ' এবং 'তথ্যনিষ্ঠ হতে গিয়ে ইতিহাস বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমীক্ষা চালাচ্ছে। সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস ধরতে গেলে মানুষের রচনার বিভিন্ন দিকের উপর চর্চা করা প্রয়োজন। মার্কস ১৮৫৩ সালে 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' নামক প্রবন্ধে এশিয়াটিক মোড ধারণা তৈরী করে প্রাচ্যসমাজ তথা ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন হাজার হাজার বছর ধরে একই জায়গায় থেমে রয়েছে এবং এই গতিহীনতার বীজ গ্রাম-সমাজের বিশিষ্ট গড়নের মধ্যেই নিহিত। সমাজের অভ্যন্তরে এমন কোনও শক্তি নেই সেখানে যা এই অনড়তা কাটিয়ে দেশকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে ঐতিহাসিক বিবর্তনের রাজপথে।[১] বাংলার গ্রাম সমাজ সমন্ধে জানার ইতিহাস ব্রিটিশদের হাত ধরে তৈরি হলেও ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য তা সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। ব্রিটিশরা সাধারণত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা বা মুনাফা লাভের জন্য গ্রামগুলিতে নিবিড় সমীক্ষা চালিয়েছিল। ১৮৭৪ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় 'মর্ডান ভিলেজ লাইফ ইন বেঙ্গল' প্রবন্ধে বাংলার গ্রামীন জীবন, অর্থনীতি, সমাজের গঠন, শ্রেণী ও ধর্মের উপর ভিত্তি করে গঠিত লোকসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।[২] কর্নেল জেমস বাড ফিয়ার লেখা 'দি এরিয়ান ভিলেজ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলন' ১৮৮০) গ্রন্থে উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলার ভূমিব্যবস্থা এবং গ্রাম সমাজের অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রিটিশদের লেখা ও মার্কসের কথা অনুসারে ভারতীয় সমাজ ছিল বদ্ধ। তারা ভারতীয় সমাজের কোন পরিবর্তন লক্ষ করতে পারেননি। সমাজ বা মানব ইতিহাস এক জায়গায় স্তব্ধভাবে অবস্থান করতে পারে না। গ্রামীন বাংলার সমাজের ইতিহাস সেভাবে রচনা হয়নি বলেই গ্রামীণ সমাজের দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের ইতিহাসে উঠে আসেনি। অশীন দাশগুপ্তের ইতিহাস ও সাহিত্য প্রবন্ধ পাঠ করলে বোঝা যায় ইতিহাস মানব সমাজের ছোটো সময় ও ব্যক্তিগত সময় নিয়ে সেভাবে মাথা ঘামায় না। ইতিহাসের কারবার শুধু মানব সমাজের বড় সময়কে নিয়ে। গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন বুঝতে গেলে আমাদেরকে মানব সমাজের ছোটো সময় ও ব্যক্তিগত সময় সম্বন্ধে জানতে হবে। অশীন দাশগুপ্ত বলেছেন মানব সমাজের ছোট সময় ও ব্যক্তিগত সময়ের কারবারি হলেন সাহিত্যিকরা।[৩] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলেন সেই ধরনের সাহিত্যিক যিনি গ্রামীন সমাজকে প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বিশেষভাবে রাঢ় বাংলার সমাজের মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে ও মৌখিক কথা সংগ্রহ করে ইতিহাস ভিত্তিক সমাজকেন্দ্রীক সাহিত্য রচনা করেছেন। পল টমসন তাঁর 'ভয়েস অফ দি পাস্ট' দেখান কিভাবে গ্রাম ও শহরের নীচতলায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে মুখের কথার মাধ্যমে তথ্যর ভিত্তিতে সমাজের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব।[৪] সাহিত্যের মাধ্যমে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামীন সমাজের দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন।

১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই অবিভক্ত বাংলার বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাস গভীরভাবে আলোচনা করলে একটা বিশেষ অঞ্চলের সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিশাল জনগোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানা যায়। তিনি ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি ছোটোগল্প-সংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ-সংকলন, ৪টি স্মৃতিকথা, ২টি ভ্রমণকাহিনি, একটি কাব্যগ্রন্থ এবং একটি প্রহসন রচনা করেন।[৫] রাঢ় বাংলায় বেড়ে ওঠা লেখক ইতিহাসের উপলব্ধি নিয়ে নৃ-তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যেমে রাঢ় বাংলার প্রতিটি মানুষকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খুব কাছে থেকে দেখছেন। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য যাঁর চিহ্নিত হয়ে আছে আঞ্চলিকতার ভাষ্যকার হিসেবে সেই তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি? হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বা গণদেবতা এই নিয়ে সমালোচক মহলে দ্বিধা থাকতে পারে। বস্তুত দুটি রচনার প্রেক্ষণবিন্দু সামান্য পৃথক। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় আছে সেই সামাজিক মানুষের কথা-যারা সভ্যতার পিলসুজ; আর গণদেবতা-য় এই মানুষও আছে আবার যারা সভ্যতার রথের চাটায় পিষ্ট হয় না, টেনে নিয়ে যায় রথটি তাদের কিংবা যে দেবতার জয় ঘোষণা মন্দ্রিত হয় আধুনিকতার নান্দীপাঠে সেই জনতা নিবিড় সম্মিলিত প্রজাপুঞ্জের কাহিনীও আছে।[৬] গণদেবতা অংশের গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৯ (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ) আর পঞ্চগ্রাম অংশের গ্রন্থকারে প্রথম আত্মপ্রকাশ মাঘ ১৩৫০ (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ) বঙ্গাব্দে। দুইখানি উপন্যাসের বর্তমানে একত্রিত রূপ হচ্ছে 'গণদেবতা'।[৭] ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে (জুন-জুলাই ১৯৪৭) গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের শারদীয় সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা মুদ্রিত হয়। ভারতের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে উপন্যাস দুটি রচনা করা হয়েছে। সেই দিক থেকে বিচার স্বাধীনতার আগে বাংলা তথা রাঢ় বাংলার সমাজ চিত্র উপন্যাস দুটিতে উঠে এসেছে। প্রাথমিকভাবে গণদেবতা দেবু ঘোষ হয়ত সদগোপ সমাজের প্রতিনিধি কিন্তু তার নেতৃত্বে ধরে আছে সমগ্র সমাজ শরীরকেই। বিপর্যস্ত গ্রামীণ সামন্ত সমাজব্যবস্থার পটভূমি এবং সামাজিক রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞে নিমগ্ন হয়ে অবশেষে উপনীত হয়েছে বিশেষ রাজনীতি-পরিস্রুত এক সদর্থক জীবনার্থে। কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখারিয়া - এই পঞ্চগ্রামের মানব সম্পদের পুনর্গঠন আর গ্রামদেশ জেগে ওঠার মহৎ কাহিনী আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমান্তরাল।[৮] অন্যদিকে হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় কাহিনী তাদের নিয়ে যারা সংসার যাত্রায় ব্রাত্য মন্ত্রহীন। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা কেবল তারাশঙ্কর সাহিত্য নয় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক নতুন বাঁকের সন্ধান দেয়। এর কারণ নিহিত রয়েছে এক সুগভীর কালচেতনা।

সমাজের রূপ এবং রূপান্তরের ইতিহাস রচনা করা তারাশঙ্কর-সাহিত্যের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। যে সমাজের রূপ ও রূপান্তরের ইতিহাস অধ্যয়ন-অনুধ্যান-পর্যবেক্ষণ প্রশস্ত ক্ষেত্র সেটি হল সামন্ত সমাজ। গণদেবতার পটভূমি বিশাল-অভিন্ন সমাজ অবলম্বিত হলেও সমাজের রূপ ও রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় প্রাচীন ভারতীয় বর্ণ ভিত্তিক ও অর্থনৈতিকভাবে বহুস্তরীভূত সামাজিক শ্রেণীর প্রাণবন্ত অন্তঃসংঘাত গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে সংযোজিত হওয়ার এটি লাভ করেছে মাত্রাগত ব্যাপকতা। একদিকে সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভাবে সমাজের অভ্যন্তরে উদগত রূপান্তরের বীজ, অন্যদিকে নবসূচিত নাগরিক সংস্কৃতির ফসল জাতীয়তাবাদের রাজনীতি ও তার কর্মসূচির সর্বত্রবিস্তারী অভিঘাত সমন্বিত হয়ে সামন্ত গ্রামীণ সর্বত্র-সমাজের ভিত্তিমূল্যে যে কম্পন সৃষ্টি করেছে-তারই শিল্পিত ইতিহাস গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম। তারাশঙ্কর এর গণদেবতায় পৌরাণিক দেবতা নেই, আছে অনিরুদ্ধ,পাতু, শ্রীহরি, দুর্গা, দেবু, পদ্ম। এরা দেবতা নয় মানুষ। আত্মকেন্দ্রিক একক মানুষ নয় গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সামাজিক মানুষ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজতান্ত্রিক নন কিন্তু সমাজের অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষক। এজন্যেই বোধ করি আলোচ্য উপন্যাসের সমাজদ্বন্দ্বের সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রধান দুই উৎস অর্থনীতি ও রাজনৈতিক যোগ্য তাৎপর্যসহ উপস্থাপিত হয়েছে। চন্ডীমণ্ডপ নির্ভর দৃঢ়বদ্ধ গ্রামীণ সামন্তসংস্কৃতির অনিবার্য ভাঙনের সংকেত দিয়েই গণদেবতা উপন্যাস - অংশের সূচনা। চন্ডীমণ্ডপ দাঁড়িয়ে সর্বসমক্ষে কর্মকার অনিরুদ্ধ ছুতার গিরীশের এই বিদ্রোহ নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনের মর্মমূলকে প্রকম্পিত করেছে। কারণ সামান্যই কিন্তু এই কথাটা বলতেও বিস্মৃত হননি যে সামান্য কারণেই গ্রামে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। বস্তুতই হাজার বছরের সামন্ত শাসন কাঠামোয় এ এক বিরাট বিশৃঙ্খলা বা সম্ভাব্য বিপর্যয়ের সংকেত। তারাশঙ্কর মহাকাব্যোচিত বিশাল ক্যানভাসে সামন্তসমাজের অবক্ষয় এবং নতুন জীবনবেদের শিল্পীত কাহিনি যে সৃজন করিবেন উপন্যাসের সূচনাতেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রেখেছেন। অর্থনৈতিক সংকটে পতিত অনিরুদ্ধ এবং গিরিশ ব্যক্তি অস্তিত্বের মানবীয় প্রান্তিক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জন্মগত বৃত্তি পরিত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত নয়। পেশাগত স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই প্রেরণার তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান নিবিড়ভাবে সংলগ্ন। সমাজের সাধারণ পেশাজীবী মানুষ অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়ত বলেই বিদ্রোহে সোচ্চার হতে চেয়েছে। অনিরুদ্ধ ও গিরীশ এইসব পীড়িত মানুষেরই প্রতিনিধি। এই অর্থে তাদের প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা। সমাজ যে দ্রুত বদলাবে, অধিকারবোধ জাগ্রত মানুষ যে তার ন্যায্য প্রাপ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত হবে-এর ইঙ্গিত উল্লেখিত ঘটনায়। সমাজের মাত্রা সম্প্রসারিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হচ্ছে, ক্রমশ গুণগত পরিবর্তনের হাওয়া এসে অভিঘাত সৃষ্টি করেছে সমাজে, অর্থনীতির আধিপত্য অজন্ম-লালিত সংস্কার বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বিপর্যয়ের প্রান্তদেশে।[৯]

গণদেবতার এর আসল সিদ্ধি এর বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্ভরতা। তারাশঙ্কর দাবি করেছেন যাহার কথা কথকতা করিয়েছি - তাহার বাস্তব রূপ সম্বন্ধে আমার দাবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়; বিশ্লেষণে মতান্তর ঘটতে পারে। রাঢবাংলা তথা বীরভূমের গ্রামসমাজ তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের গ্রাম জীবনের চিরকালীন সত্যসিন্ধুকেই উপহার দিয়েছেন তারাশঙ্কর। অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রকে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন –

> "শুধু ময়ূরাক্ষী চরের এই দেবু-স্বর্ণের সংসারেরই ছবি নয় ওটা। আমি সারা দেশের সম্বন্ধে ঐ কল্যাণের কথা, - ওই শ্রীর কথাই ভেবেছি।"[১০]

অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে গোটা সমাজ অবয়ব পেয়েছে।[১১] তারাশঙ্করের তত্ত্বভাবনা বাস্তবকে স্পর্শ করে থাকলেও সামান্য অতিক্রম করেই গেছে-ফলে গণদেবতা পঞ্চগ্রামের শেষপর্যন্ত আদর্শ সাহিত্য রয়ে গেছে শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় যাকে উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করতে সামান্য দ্বিধার পরিচয় দিয়েছেন। তার ভাষায় – অনেক সময় মনে হয়, তারাশঙ্কর ঠিক উপন্যাসিক নহেন; তিনি গ্রাম্য জীবনের চারণ কবি'।[১২] গণদেবতার পটভূমি বিশাল হওয়ার ফলে গ্রামীণ জীবনের সব মানুষ স্থান পেয়েছে। আর চন্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে তা নানামুখী ও বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিক ব্যবস্থায় উঠে আসে জমিদারি ব্যবস্থার অবক্ষয়, গ্রাম সমাজে ছিরু পালের মত অর্থনৈতিক শক্তির উত্থান সেথা আভিজাত্য নয় - সদ্য লব্ধ অর্থশক্তির অহঙ্কারে সংস্কারহীন শ্রেণী, গ্রাম্য জীবনের সংরক্ষিত শক্তির বিশ শতকীয় অভিব্যক্তি–সেখানে গ্রামের প্রতিষ্ঠান ফিরে পাক মর্যাদা, অতীত গ্রামীণ গৌরব ঐতিহ্যময় স্মরণ রেখে সমাজের বন্ধন উপরিতলের নয়, একবারে আন্তরিক আর আছে সমাজের প্রান্তজন বা নিম্নবর্গের মানুষ তারাশঙ্কর তাদের একত্রে নাম দিয়েছেন গান্ধিজির ভাষা অনুসারে হরিজন। পঞ্চগ্রামে সমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তারাশঙ্কর। সব মিলিয়ে এক বর্ণাঢ্য মানবসমাজ ধারা।[১৩]

গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে কালধর্মের অনুশাসনে পরিবর্তমান সমাজের রূপায়ণে অর্থনীতিবিদ না হয়ে চালিকাশক্তি অর্থের ভূমিকাকে যোগ্য তাৎপর্যে প্রত্যক্ষ করছে তারাশঙ্কর। উপন্যাসের প্রথমাংশে, সমসাময়িক পত্রে যা চণ্ডীমণ্ডপ নামে মুদ্রিত হয়েছিল - সেই গণদেবতা থেকে শুরু করে পঞ্চগ্রাম এর শেষ অবধি আমরা লক্ষ্য করি সমাজের রূপান্তর-প্রক্রিয়ায় কালধর্মের অনিবার্য প্রভাব। অনিরুদ্ধ ও গিরীশের বিদ্রোহের অর্থনৈতিক নিপীড়ন-নিষ্পেষণ আর ছিরুপালের আস্ফালন নবলব্ধ ধাতব মুদ্রার কৌলিন্যশক্তির অহংকার জাত। এখানে উভয় আচরণেরই নিয়মক অর্থ। এর জন্যই পীড়ত ও নিপীড়িক উভয় পক্ষের কাছে অচলায়তন সমাজধর্ম ও সংহতির প্রতিভূ দ্বারিক চৌধুরীর আপোশ প্রস্তাব অবাঞ্ছিত। নতুন অর্থনীতির হাওয়া সব কিছুকেই পরিবর্তিত করে দিতে উন্মুখ। চণ্ডীমণ্ডপ ঝাঁট দিতে এসে রাঙাদিদির খেদোক্তি প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য-কেত্তেরলে, পাঁচালী, কত হত ভাই! তোরা আর কী দেখছি বল? সে রামও নেই। সে অযুধ্যেও নেই। চণ্ডীমণ্ডপে নিকুবার জন্য তখন মাইনে করার লোক ছিল, দিনরাত তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করত। সিঁদুর পড়লে তোলা যেত। সময়ের প্রবাহমানতায় প্রবীণ শাসনভিত্তি আর আজ অটুট নেই। অর্থনীতির পালাবদলের শ্রেণী সমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে উজ্জীবিত করে চলেছে, মানুষের মধ্যে দেখা দিচ্ছে শ্রেণী সচেতনতা। চণ্ডীমণ্ডপ এর মীমাংস বা সিদ্ধান্ত আজ আর বাধ্যতামূলক নয়। গণদেবতায় চণ্ডীমণ্ডপ নিয়ন্ত্রিত জীবনের কাহিনী নয়, ঐ জীবনপ্যাটার্নের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি প্রয়াসী নবজীবনের কথকতা। আর সমগ্র উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংঘাতের সূত্র ধরে পরিবর্তনশীল কালের কাহিনী রচনা করেছেন। গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম তাই প্রথমার্ধে বিংশশতাব্দীর বাংলাদেশের 'যুগ পরিচায়ক উপন্যাস' ঔপন্যাসিকের সমাজবোধ ইতিহাসের ছন্দজ্ঞান এর সমন্বয়ে একটা দেশে একটা জাতির মোড় ফেরার এক আশ্চর্য আলেখ্য।[১৪] ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন তারাশঙ্কর নৈপুণ্যের সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের অন্তর্নিহিত ও বহুস্তর দ্বন্দ্ব (শুধু শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয়, জাতপাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিততে, ইংরেজি শিক্ষিত ও সংস্কৃত পন্ডিতে; কৃষি ও কারু শিল্পনির্ভর মানুষ ও শহরের শিল্পনির্ভর মানুষে) উদঘাটন করেছেন। তিনি এও বলেছেন গণদেবতা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে কংগ্রেসের রাজনীতির সাংগঠনিক কর্মসূচি এবং তার সঙ্গে বহুস্তররীভূত সামাজিক শক্তিসমূহের সংঘর্ষের কথা স্বীকৃত হয়েছে। সামাজিক জীবনের সঙ্গে রাজনৈতিক-জীবন পরস্পরিত হয়ে ত্বরান্বিত করেছে যুগাবসানকে। গণদেবতায় সমাজ মূল ও সমাজ মানসে পরিবর্তনের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল পঞ্চগ্রামে তা অঙ্কুরিত বর্ধিত হয়েছে। এই পর্যায়ে লক্ষ্য করি কৃষিজীবী রূপান্তরিত হচ্ছে শ্রমদাসে, সামন্তধনগৌরব আত্মসাৎ করে নিচ্ছে নবোদ্ভূত বণিক সম্প্রদায় পূজা-পার্বণ গীত পাঁচালীর মধুময় গ্রামীণ সংস্কৃত অভ্যন্তরে এসে লেগেছে নবযুগের অভিঘাত। এই নতুন যুগের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূত্রে এবং সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে অর্জন করেছে স্বতঃস্ফূর্ততা।[১৫]

গণদেবতা পঞ্চগ্রাম প্রথমার্ধে বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের যুগ পরিচায়ক উপন্যাস। সমাজে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহের প্রভাব প্রতিক্রিয়া কিভাবে সক্রিয় উপাদান রূপে কার্যকর হয় আলোচ্য উপন্যাস তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে সমাজ ও রাজনীতির অন্বয় সাধনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলাদেশের যুগান্তর পর্বকে ইতিহাসনিষ্ঠ শিল্পের গৈরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্রিটিশ উপনিবেশে বণিকতন্ত্রের অভ্যুদয়ে একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল সামাজিক সচলতা অন্যদিকে তেমনি নবজাগ্রতা রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং সেই মূল্যবোধের সাংগঠনিক কর্মসূচি জীবনমূলে সঞ্চার করেছিল গতিশীলতা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় যখন সচল ও জীবন্ময় তখন সামাজিক বহুস্তরীভূত শ্রেণীসমূহের অন্তঃসংঘাত সেই প্রক্রিয়াকে করেছে অধিকতর বেগবান ও পরিণতিমুখী। এই পর্যায়ে সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির স্রোতোপ্রবাহ পরস্পরিক হওয়ায় সামাজিক সংক্রান্তি-পর্ব আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।[১৬] ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী গণদেবতা পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের ঐতিহাসিক মূল্য ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট তো বলেছেন যে বহুস্তরীভূত সামাজিক শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের স্বরূপ উপন্যাসখানিতে উদঘাটিত হয়েছে এবং এই সংঘাতের পটভূমি উপন্যাসের নায়ক দেবু মাস্টার কংগ্রেসের রাজনীতির পক্ষে জনমত গঠনে তৎপর প্রদর্শন করেছে এবং অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অহিংসা-গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করে বিশিষ্ট জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয়েছে।[১৭] চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রিত গোষ্ঠীজীবন এবং গোষ্ঠীজীবনের বিলয় উগ্র ব্যাক্তি স্বাতন্ত্রের উদ্ভব, শহরকেন্দ্রিক নতুন সামাজিক ইনস্টিটিউটের institution এর আবির্ভাব এগ্রিকালচার ইকোনমিকের (agricultural economy) পরবর্তী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমি (industrial economy) এর প্রাধান্য বিংশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী জীবনের যুগান্তরের ইতিহাস ধরা পড়েছে তারাশঙ্করের গণদেবতাই পরিকল্পনা। সে বিচারে গণদেবতা এবং পঞ্চগ্রাম এককালের বাঙালির সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনীতি ইতিহাসের ভাষ্য।[১৮] সময় ও সমাজ বিন্যাসে উপন্যাসিক কালের যোগসূত্র সামঞ্জস্য চেতনার পরিচয় স্থানে স্থানে লক্ষ্য করি। চণ্ডীমণ্ডপের মজলিস যে কোন ক্রমে ভেঙ্গে গেছে এবং তা স্থানান্তরিত হয়েছে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির বৈঠকখানায়। বৈঠকখানায় অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ পার্টির ভাষণ, প্রজাস্বত্ব আইন, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হচ্ছে। রাজনীতি সমকালীন গ্রামীণ জীবন পটভূমিকাকে বদল করছে।

পঞ্চগ্রামের সমাজ জীবনে রাজনীতির অভিঘাত অন্তর্বয়ন করেছেন তারাশঙ্কর। যেকালের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের শিল্পসজনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সে-কালের এক পরম সমাজসত্য। সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারা গ্রামীণ জীবনের মানুষের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমাজ পটভূমি রচনা হচ্ছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মানসের মাত্রা সম্প্রসারিত হয়েছে তার পরিচয় প্রজা সমিতি ও কংগ্রেস কমিটি গঠনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। সামাজিক অসাম্য ও উৎপীড়নের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে প্রজা সমিতির নেতা দেবু গ্রাম সমাজের সমস্যা মেটানোর জন্য দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিয়েছে। খাজনা বৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে দেবু ঘোষের নেতৃত্বে পঞ্চগ্রামের দরিদ্র হিন্দু মুসলমান চাষী সম্প্রদায় সংঘটিত হয়ে প্রজা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। দেবুর পাশে এসে দাঁড়াল কুসুমপুরের আদর্শবাদী মুসলমান যুবক-মুক্তবের মৌলভী ইরসাদ।[১৯] সামাজিক দায়িত্ববোধ নিরাসক্ত নিশ্চেষ্ট জীবনানুভব থেকে ফিরিয়ে আনল দেবুকে। গণদেবতা পঞ্চগ্রামের সমকালীন সমাজ রাজনীতির পটভূমিতে একটি ভূখণ্ডের মানুষের বিকাশের গতিধারা অঙ্কন করার পরিকল্পনা করেছেন ঔপন্যাসিক। স্থবির সমাজের অচঞ্চল মানুষের মধ্যে শক্তি ও গতি সঞ্চারিত হোক। তারা ভারতকে ক্রমশ নব মহাভারতে রূপান্তরিত করুক - এই ছিল তার প্রত্যাশা। তাই লেখক উল্লেখ করেছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "যেদিন আসবে, সেদিন পঞ্চগ্রামের জীবনে আবার জোয়ার আসিবে; সে আবার ফুলিয়া ফাঁপিয়ে গর্জমান হইয়া উঠিবে। শুধু পঞ্চগ্রাম নয়, পঞ্চগ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রাম হইতে নবগ্রাম, নবগ্রাম হইতে বিংশতি গ্রাম,পঞ্চবিংশতি গ্রাম, শত গ্রাম, সহস্র গ্রাম গ্রামের জীবনের কলরব উঠবে।"[২০]

উপকথায় বিশেষ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর প্রত্নপ্রতিম উপকথার জগতে বিচরণ করলেও ঐ-বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপকথা নির্ভর জীবনে নতুন কালের অভিঘাত কিভাবে সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব ও সত্যকে বাস্তবায়িত করেছে - সমাজ, রাজনীতি, নৃবিজ্ঞানের সমন্বিত পর্যবেক্ষণ তা উদ্ভাসিত হয়েছে। ফলে উপকথায় বাঁকের সমাজ গতির অনিবার্য পরিণতি লাভ করেছে সার্থক শিল্পী-প্রমূর্তি।[২১] উপকথায় রয়েছে সমান্তরাল দুটি কাহিনীস্রোত। একটি বাঁশবাদি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত কোপাই নদীর বিখ্যাত হাঁসুলী বাঁকের কাহার সম্প্রদায়ের পিতৃপুরুষের জীবনবিশ্বাস বাহিত উপকথা এবং তাদের উপকথা নিয়ন্ত্রিত জীবনকাহিনী। অন্যটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহুমাত্রিক প্রতিক্রিয়ায় দূরাগত অভিঘাতে কাহারকুলের জীবন সংহতির অনিবার্য ভাঙন কৃষিনির্ভর জীবনের ক্রম অবসান এবং বাঁশবন ঘেরা উপকথা হাঁসুলী বাঁকের বিরল প্রান্তরে পরিণত হয়েছে কথকতা। বিশেষত ঔপন্যাসিকের সমাজজ্ঞান, ইতিহাস চেতনা ও রাজনৈতিক বোধির বিজ্ঞাননিষ্ঠ পরিচর্যায়, কাহিনির এই দ্বি-স্তর অবলীলায় হয়েছে পরস্পরিত। উপকথায় বহুবর্ণিত জীবনের পটভূমিকায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে প্রত্যক্ষ দেখাতে চেয়েছেন হাঁসুলী বাকের গোষ্ঠীজীবনের বিনাশের ইতিহাস অর্থাৎ মূল্যবোধের বিপর্যয় এবং পরিণতিতে কাহার সম্প্রদায়ের স্বগ্রাম থেকে উন্মুলিত হওয়ার প্রসঙ্গ। যুদ্ধের দামামাই নগদ অর্থ উপার্জনের প্রলোভনে আকৃষ্ট করে কাহারদেরকে দিনমজুরের পরিণত করেছে, যুদ্ধের রসদ যোগানোর অনিবার্যতায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে বাঁশবাদির বাঁশবন। ফলত স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে কাহারকুল; বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজের অজগরতুল্য জঠরের আকর্ষণে বাস্তহারা-সংস্কৃতিহারা কৃষক কাহার রূপান্তরিত হয়েছে যন্ত্রকালের শ্রমদাসে। কৃষির উপর যন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস সামাজিক রূপান্তরিত ইতিহাসসংলগ্ন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর সমাজ ইতিহাসকেই সমকালীন বিশ্ব রাজনীতির এক ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তি-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে বিশেষ একটি অঞ্চলের প্রত্নকাহিনী – শাসিত সম্প্রদায়ের জীবনকথার প্রতীকায়িত করেছেন।[২২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর তিরিশের দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গড়ে পশ্চাদপদ অবতলবর্তী সামাজিক গোষ্ঠীগুলির আত্মমর্যাদার আন্দোলনের সূত্রে হাঁসুলীবাকের নান্দনিক পটভূমি সনাক্ত করা যায় - কাহারদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে রয়েছে শ্রেণী ভেদ কোশকেঁধে আর আটপৌরে - এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কাহার সম্প্রদায়। বর্তমানে তাদের পেশাগত জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পার্শ্ববর্তী জাঙ্গাল গ্রামে কাহারপল্লীর মাতব্বর কোশকেঁধে বনওয়ারী ঘোষদের জমি ভাগে চাষ করে। ঘোষরা এখন আর ভূমিনির্ভর আয়ের ওপর একান্ত মুখাপেক্ষী নয়। পাশ্ববর্তী চন্দনপুরেও ঘটেছে পরিবর্তন। চন্দনপুরের রেলস্টেশনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কল, নগদ অর্থের আর্কষণে কৃষক রূপান্তরিত হচ্ছে শ্রমিকে। সামাজিক রূপান্তরের পটভূমিকাতেই সুচাঁদের কথিত উপকথার অবতারণা।[২৩] বনওয়ারী আর করালি দুজনেই কাহার সমাজের দুই প্রবণতার প্রতীক। বনওয়ারীর তুলনায় করালী অনেকটাই যেন জাতি ভেদাত্মক সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছে; যদিও স্বসমাজের যথাযোগ্য নেতৃত্ব বনওয়ারীর আয়ত্ত্বে থেকে গেছে, কারণ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আসে অতি ধীরে ধীরে। বনওয়ারীর আকাঙ্ক্ষাও সমাজ বদলের, কিন্তু ততটাই বদল তাঁর অভিপ্রেত যতটা হলে সমাজের মূল ভিত্তিতে অটুট থাকে। গোষ্ঠীজীবনের উপকথায় অবিমিশ্র বাস্তব সন্ধান করা অর্থহীন হলেও আধুনিক কথাকোবিদের পুণ্যমূল্যায়িত উপকথার অঙ্গসংগঠনে গথিত উপমা-রূপক চিত্রকল্প, আচার-আচরণ প্রবাদ-বিশ্বাস এবং বিশেষভাবে প্রত্নপ্রতিমা সমূহে প্রতিফলিত হয় ঐ-জনগোষ্ঠীর আবহমান জীবনসত্য। বিমিশ্র বাস্তবতার জগতেও প্রচ্ছন্ন থাকে বিজ্ঞানবিমুখ ও দৈব বিশ্বাসী গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের নিগূঢ় ইতিহাস।[২৪] উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে এতে অভিব্যক্ত হয়েছে সমাজ ও নৃ-বিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসু ঔপন্যাসিকের বিজ্ঞানঋদ্ধ এক সমাজচেতনা। তাই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জীবন-অবলম্বনে রচিত সমাজ গতিচেতনার এক অসামান্য উপন্যাস।

কর্ম-সংস্কৃতির ধারক হলেও বর্তমান কাহার সম্প্রদায় যে সমাজ কাঠামোর আধীন-তা কালান্তর পর্বের সামন্ত সমাজেরই অংশ। হাঁসলি বাঁকের উপকথা উপন্যাসের দুটি সীমা - প্রথম রেলপথ আর দ্বিতীয় হাঁসুলির মত বাঁক নেওয়া

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোপাই নদী। আধুনিকতা আর অতীতমুখী ধারাবাহিকতা, বাস্তব আর আদর্শ, আলো আর অন্ধকার - বিচিত্র দ্বান্দ্বিকতায় এই দুই পথের ইশারায় উপন্যাসের মানুষগুলি হয়েছে দিশেহারা। লোকউৎসব, বিশেষ অনুষ্ঠান করে কর্তাবাবার পূজা সংগঠন-কর্তার আশ্রিত চন্দ্রবোড়া সাপকে হত্যা করার অপরাধে কলুসমোচন, আনন্দ উৎসব, ব্রতগীতি ছড়াভাষ্যে উপকথার এক পরিমণ্ডল - যেন ফেলে দেওয়া কোন জীবনের টুকরো, যেন হারিয়ে যাওয়া কোন কালখন্ড, সব যেন উপুড় করেছেন তারাশঙ্কর। উপন্যাস শেষ হওয়ার সময় সহসা একটি বিনিময়ের সংবাদ পায়। তখন কর্তাবাবার গাছটি পড়ে গেছে। বনোয়ারী ভূপতিত, পরম পলাতক, পাগল আর নসুবালা গান গায় জংশন স্টেশনে। করালি আবার হাঁসুলী বাঁকে ফিরে আসতে চায়। হাঁসুলী বাঁকে করালি ফিরেছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে। বালি কাটছে, আর মাটি খুঁজছে। উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে, নতুন হাঁসুলীবাঁক। এটি অনেকটা সমাজ সত্যের দিক বা সমাজতত্ত্বের সত্য। বস্তুত করালি শিল্পশ্রমিক হতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তরঙ্গ সাময়িক। সুতরাং করালীর গ্রামে ফেরা খুব অবাস্তব নয়। ইতিহাসের গঙ্গায় করালিদের চেষ্টায় উপকথার কোপাইকে মেলানো কতটা সম্ভব হয়েছে তা সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে এক বির্তকিত দিক। কাহার জীবন ভূমিকেন্দ্রিক হয়ে সমাজগতি ইতিহাসের বড় নদী বা মূলধারায় সমর্পিত হয়েছে। পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকারবাহী প্রত্ন প্রতিমাতুল্য কাহারদের জীবনবেদ এর বিপর্যয়, তাদের স্বসমাজের জন্য আত্মঘাতী স্বরূপ হলেও, সামাজিক রূপান্তরের সর্বমানবিক সদর্থকতায় এটি ইতিহাসের অনিবার্য উত্তরণ। তবে বনওয়ারী ও করলি সংঘর্ষে টানটান কাহার সমাজের গোষ্ঠী (clan) ভেঙে জাতি (caste) আর জাতি ভেঙ্গে ব্যক্তি (Individual) বা শ্রেণী (Class) হবার ইতিহাসের নিরিখে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস সন্দেহ নেই।[২৫] এখানকার ইতিহাসবোধ-নিম্নবর্গ সমাজের বাস্তব চিত্র নতুবা নবতরঙ্গ ইদানিং ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির ও রাজনীতির বাস্তব দিক। তারাশঙ্কর মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছে বলেই এমনটি পেরেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় ও সমাজ অভিজ্ঞতা এবং রাজনীতিবোধ ও বোধির অভিজ্ঞান সমাজ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত বলা যেতে পারে। সামন্ত সমাজের অবসান ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব সামাজিক দ্বন্দ্বের শিল্পভাসে গণদেবতা ও হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাস একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ভারতের জাতীয়তাবাদের রাজনীতির ক্রমপ্রসারতায় বাংলার সমাজ জীবনে ঐ দ্বন্দ্বের তীব্রতা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে এবং সামন্ত অবশেষে থাকা সত্ত্বেও নবোদ্ভূত ধনতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম সমাজের পরিবর্তনের ইতিহাস খুঁজতে গেলে আঞ্চলিক ইতিহাস ও সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। ইতিহাসের বড় সময় ও সাহিত্যের ছোট ও ব্যক্তিগত সময় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বা ইতিহাস ও সাহিত্যকে এক বিন্দুতে মিলিয়ে ছেন। এক্ষেত্রে প্রথিতযশা সাহিত্য সমালোচক বিনয় ঘোষের কথা প্রাসঙ্গিক, তা হল —

> "যে যুগে মানুষের আত্মবিশ্বাস আকাশস্পর্শী হচ্ছে, স্বজাতি বোধের চেয়ে অহমবোধ হচ্ছে প্রখরতর মানুষ হতে চাচ্ছে বিশ্বকর্মা। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমস্ত জোলা'র বাস্তবতা যোগ করলেও একা বালজাকের বাস্তবতাকে ছাড়াতে পারবেনা। একথা এঙ্গেলস বলেছিলেন। তেমনি তারাশঙ্কর সম্বন্ধে বলা যায়, মজুর কৃষকদরদী শত সাহিত্যিকের বাস্তবতা একা তারাশঙ্করের এই বাস্তবতার সমতুল্য হবে না। হতে পারে তিনি ভাষার স্টাইলের জাদুকর নন, তার চেয়ে সূক্ষ্মতর কারুশিল্পী আরও অনেক থাকতে পারেন, আছেনও কিন্তু তার মত এ যুগের বাংলার গ্রাম সমাজের একনিষ্ঠ জীবনশিল্পী সমকালে আর কেউ আছেন কিনা জানি না।"[২৬]

যদিও তার সাহিত্যকে বিভিন্ন ব্যক্তিরা সমালোচনা করছেন। বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ভবানী সেন মার্কসবাদী পত্রিকায় 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা'শীর্ষক প্রবন্ধে তীব্র সমালোচনা করে লেখেন –

> "তারাশঙ্করবাবু তাঁর সাহিত্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সূক্ষ্মভাবে গান্ধীপন্থী ব্যক্তিত্ববাদেরই মহিমা কীর্তন করেছেন, ইতিহাসের অগ্রগতি এবং ধনতন্ত্রের শোষণ এবং অবিচার সম্বন্ধে তাঁর সাহিত্য যে চেতনা আছে তা একটি মাত্র মধ্যমণিকে কেন্দ্র করে সাজানো, সেই মধ্যমণিটি হচ্ছে মহাত্মার মতো পুরুষ-শ্রেষ্ঠের সৃজনী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> প্রতিভা এবং অগণিত অসহায় জনগণের করুন আর্তনাদ। ইতিহাসের অবাস্তব দৃষ্টি তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্যকে অবাস্তব ভাববাদী সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করেছে।”[২৭]

যাইহোক সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ না হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের দৃষ্টিতে সমাজের ভিত্তিকাঠামোতে গ্রাম্য সমাজে শ্রেণীর অবস্থান, আচার আচরণ, তাদের জীবনধারণ পদ্ধতি গভীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তৈরি গণদেবতা ও হাঁসুলী বাকের উপকথা উপন্যাসগুলো সময় ও সমাজ জীবনের অমূল্য সন্দর্ভ বলা যেতে পারে।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, ইতিহাসের উত্তরাধিকার আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১০২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৩. দাশগুপ্ত, অশীন, প্রবন্ধ সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৫১
৪. দাশগুপ্ত, সত্যজিৎ, সম্পা. মুখের কথা র ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৯
৫. https://greatwestbengal.com/tarasankar-bandyopadhyay-biography
৬. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি, রত্নাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩৬
৭. চৌধুরী, ভীমদেব, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমাজ ও রাজনীতি, কথা প্রকাশ, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ২৯৮
৮. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৯. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
১০. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১১. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১২. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, উক্ত, পৃ. ৫৫৯
১৩. ড. সৌমিত্র শ্রীমান ও অন্যান্য, সম্পাদিত ইতিকথা, আনন্দ ভট্টাচার্য, ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী : ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন চর্চা, একদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০২৩, পৃ. ৪০
১৪. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪২
১৫. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-৭৮
১৬. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
১৭. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
১৮. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
১৯. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৯৪
২০. ভীমদেব, প্রাগুক্ত,পৃ. ২১০
২১. ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০
২২. ভীমদেব, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৭১
২৩. ভীমদেব, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৭৯
২৪. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
২৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
২৬. ঘোষ, বিনয়, তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ : শনিবারের চিঠি, তারাশঙ্কর সংখ্যা, পৃ. ২৫৬
২৭. দাশ, ধনঞ্জয়, সম্পা., মার্কসবাদী সাহিত্যে-বিতর্ক, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ১০-১১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 467 - 475
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Bibliography:

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সম্পাদক: শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীসুমথনাথ ঘোষ, শ্রী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৭৯ (১৯৭২)

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সম্পাদক: শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীসুমথনাথ ঘোষ, শ্রী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৮০ (১৯৭৪)